দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ ... 10 JAN 2014 ...
পৃষ্ঠা ... ২০ ... কলাম ... ৬ ...

—ইত্তেফাক

গাইবান্ধা ও ঠাকুরগাঁওয়ে ১৪১টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নাশকতার শিকার

গাইবান্ধা ও ঠাকুরগাঁও প্রতিনিধি

দশম জাতীয় সংসদ নির্বাচনের আগের দুই দিন ও ভোট গ্রহণকালে গাইবান্ধায় ভোট কেন্দ্র হিসাবে ব্যবহৃত ১১১টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নাশকতার শিকার হয়েছে। আর ঠাকুরগাঁওয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে ৩০ টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। দুই জেলায় প্রায় ১ কোটি ৪০ লাখ টাকার মত ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে।

গাইবান্ধায় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ক্ষয়-ক্ষতির আর্থিক পরিমাণ প্রায় ১ কোটি ১০ লক্ষ ১৫ হাজার টাকা। জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিস ও শিক্ষা অফিস সূত্রে জানা যায়, জেলার ৮৩টি প্রাথমিক বিদ্যালয়, ২১টি উচ্চ বিদ্যালয়, ২টি স্কুল এন্ড কলেজ, ১টি মহিলা কলেজ এবং পৃষ্ঠা ২ কলাম ৩

গাইবান্ধা ও ঠাকুরগাঁওয়ে ১৪১

২০ পৃষ্ঠার পর

৪টি মাদ্রাসায় নির্বাচন বিরোধীরা হামলা চালিয়ে ভাংচুর ও আগুন লাগিয়ে দেয়। এতে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর দরজা, জানালা, বেঞ্চ, চেয়ার টেবিলসহ নানা শিক্ষা উপকরণ পুড়ে যায় বা ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এরমধ্যে গাইবান্ধা সদরে রয়েছে ৬টি প্রাথমিক বিদ্যালয় এবং ৫টি উচ্চ বিদ্যালয়। গোবিন্দগঞ্জ উপজেলায় ২৫টি প্রাথমিক ও ৬টি উচ্চ বিদ্যালয়, ৩টি মাদ্রাসা এবং ১টি স্কুল এন্ড কলেজ। পলাশবাড়ী উপজেলায় ১৯টি প্রাথমিক, ২টি উচ্চবিদ্যালয় এবং ১টি মহিলা কলেজ। সুন্দরগঞ্জ উপজেলায় ১৭টি প্রাথমিক, ৫টি উচ্চ বিদ্যালয় এবং সাদুল্লাপুর উপজেলায় ১৬টি প্রাথমিক, ৩টি উচ্চ বিদ্যালয়, ১টি মাদ্রাসা ও ১টি স্কুল এন্ড কলেজ ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার এ. কে. এম আমিরুল ইসলাম জানান, জেলায় প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোর আর্থিক ক্ষতি ৮৪ লক্ষ ২৮ হাজার ১শ' টাকা। তিনি আরো জানান, ক্ষতির কারণে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর শিক্ষা কার্যক্রম চালাতে অসুবিধা হলেও জোড়াতালি দিয়ে কাজ চালিয়ে নেয়া হচ্ছে। জেলা শিক্ষা অফিসার মো. আজাহার আলী জানান, জেলায় মাধ্যমিক উচ্চ বিদ্যালয়, কলেজ ও মাদ্রাসার ক্ষতি ২৫ লক্ষ ৮৭ হাজার টাকা নির্ধারণ করা হয়েছে।

ঠাকুরগাঁওয়ে নাশকতায় প্রায় ৩০ লাখ টাকার ক্ষতি সাধিত হয়েছে। জেলা শিক্ষা অফিস সূত্রে জানা গেছে, বিদ্যালয়ে অগ্নিসংযোগ, আসবাবপত্র ভাংচুর ও লুটপাট করে নির্বাচন বিরোধীরা। ক্ষতিগ্রস্ত চিলারং সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মিজানুর রহমান জানান, ভোটের আগের রাতে দুর্বৃত্তরা বিদ্যালয়ে অগ্নিসংযোগ করেছে। এতে সকল আসবাবপত্র ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। ফলে শিক্ষার্থীদের ক্লাস করতে অসুবিধা হচ্ছে। ঠাকুরগাঁও সরকারি মহিলা কলেজের অধ্যক্ষ প্রফেসর লায়লা আরজুমান্দ বানু জানান, কলেজে অগ্নিসংযোগ করে ভাঙচুর করেছে দুর্বৃত্তরা। এতে শ্রেণীর কক্ষের সব গ্লাস ভেঙ্গে গেছে।

জেলা শিক্ষা অফিসার ফজলে আদম জানান, ৩০টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ক্ষতি হয়েছে ৩০ লক্ষ টাকা। ক্ষতিগ্রস্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর মেরামতের কাজ চলছে। জেলা প্রশাসক মুকেশ চন্দ্র বিশ্বাস জানান, সকল ক্ষতিগ্রস্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে ক্ষতিপূরণ দেওয়া হবে। শিক্ষার্থীরা আগের পরিবেশে ক্লাস করতে পারবে।